সরবরাহযোগ্য তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে

ইমদাদ ইসলাম

ময়মনসিংহ জেলার জনাব এ এস এম হোসাইন ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কালচারাল অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা শিল্পকলা একাডেমী, ময়মনসিংহ বরাবর ২০২০-২১ অর্থবছরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিভিন্ন কর্মসূচি/অনুষ্ঠানসমূহ বরাদ্দ, বাস্তবায়নের তারিখ ও বিবরণসহ খরচের তথ্য জানত চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯মে ২০২২ তারিখ মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা বরাবর আপীল করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ০৯জুন ২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তথ্য কমিশনের ০৬জুলাই ২০২২ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করে । তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়ে ২০ জুলাই ২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারি করে। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে Zoom Apps ব্যবহার করে) সংযুক্ত হন। অপরদিকে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা কালচারাল অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ময়মনসিংহও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে Zoom Apps ব্যবহার করে) সংযুক্ত হন। এছাড়াও পূর্বতন জেলা কালচারাল অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে কালচারাল অফিসার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুন বাগিচা, ঢাকা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। বর্তমানে কর্মরত জেলা কালচারাল অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ময়মনসিংহ জানান, তিনি দু'মাস আগে দায়িত্ব নিয়েছেন। যাচিত তথ্য সরবরাহের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্টদের মৌখিক বক্তব্য এবং কাগজপত্র পর্যালোচনা করে যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহযোগ্য মর্মে সিদ্ধন্ত দেন। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উক্ত তথ্য সরবরাহে প্রস্তুত আছেন মর্মে উল্লেখ করায় তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। পূর্বতন জেলা কালচারাল অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তাৰ কর্মসময়কালেই উক্ত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পেয়েছিলেন এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার একমাস পর তিনি ঢাকায় বদলী হয়ে যান মর্মে উল্লেখ করেন ।অভিযোগকারী তার বক্তব্যে জানান, প্রাক্তন কালচারাল অফিসার ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য প্রদানে অবহেলা করেছেন। বারবার তিনি তথ্য চেয়েও তৎকালীন কর্মকর্তার নিকট থেকে তথ্য পাননি ।তথ্য প্রদানের বিষয়ে পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)কমিশনের নিকট সন্তোষজনক বক্তব্য দিতে ব্যার্থ হন । পূর্বতন জেলা কালচারাল অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রদানে অবহেলা করেছেন কারন তার কর্মসময়কালেই তিনি উক্ত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পেয়েছিলেন এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হওয়ার একমাস পরে তিনি বদলী হয়ে যান। এ সময়কালে তিনি তথ্য সরবরাহ করেন নাই এবং তথ্য সরবরাহ না করার বিষয়ে কোনরূপ সদুত্তর দিতে সক্ষম হননি। ইচ্ছাকৃতভাবে প্রদানযোগ্য তথ্য সরবরাহ না করে তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় পূর্বতন জেলা কালচারাল অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে কালচারাল অফিসার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা কে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭ (১) (ঙ) ধারা মোতাবেক ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা করা হয় এবং উক্ত জরিমানার অর্থ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড শাখার সংশ্লিষ্ট ১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে জমা প্রদানের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা দেয়া হয়।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য আইনটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন । বিষয়টি বিবেচনায় জেলা উপজেলাসহ স্থানীয় পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার আইন ও সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও জেলা -উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও সুশাসন বিষয়ক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। আইনটি সম্পর্কে স্কুল শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্ন ধারণা প্রদানের জন্য দেশের সকল জেলা- উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। এ সকল আয়োজনে শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকগণও উপস্থিত থাকেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজপাঠ এবং তথ্য অধিকার আইনের বার্তা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসাবে দেশের সকল জেলা- উপজেলায় পর্যায়ক্রমে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন সভা আয়োজন করা হচ্ছে ।এ সময় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজপাঠ এবং তথ্য অধিকার আইনের বার্তা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়ে থাকে।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ, নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন, তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের অগ্রগতি জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে) গঠন করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের আরো সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস

উদযাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম তদারকিসহ বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। তথ্য অধিকার ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা আহ্বান, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে তথ্য অধিকার অন্যতম সূচক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয়সমূহ তথ্য অধিকার আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কার্যালয়ে সেটি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

জনগনের ক্ষমতায়ন এবং কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের বেসরকারি সংস্থার গৃহীত সেবা, সম্পদ ও নিরাপত্তা বেষ্টনীতে জনগণের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিতকরণে এবং এগুলো যথাযথ করাই তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার মাধ্যমে ক্ষুধা,দারিদ্রমুক্ত জাতীর পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়াই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য।

#

পিআইডি ফিচার